দৈনিক জনকণ্ঠ

102

তারিখ SEP 23 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

জহুরুল হক হলের পাশের অবৈধ টর্চার রুমটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গুঁড়িয়ে দিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের পলাশী মোড় সংলগ্ন গেট ঘেঁষে গড়ে ওঠা 'টর্চার রুম'র অবৈধ স্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা আরও ১০টি অবৈধ স্থাপনা কর্তৃপক্ষ দু'একদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে [illegible] বলে জানা গেছে। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে দমন করা হবে। মঙ্গলবার বিকালে 'টর্চার রুম' আবিষ্কারের পরই কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার দেড় ঘণ্টা ধরে এ উচ্ছেদ অভিযান চালায়।

এই 'টর্চার রুম' ঘিরে বেরিয়ে এসেছে অনেক চাঞ্চল্যকর

(৭-এর পাতায় দেখুন)

জহুরুল হক হলের (প্রথম পাতার পর)

তথ্য। জহুরুল হক হলের দেয়াল ঘেঁষে তিনকোনা প্রস্থ জায়গায় নির্মিত ভবনের সামনে ছিল চারটি দোকান। ভিতরে ছিল 'টর্চাররুম'। এই রুম নগরীর বিভিন্ন অপহরণ 'অপারেশন'-এর জন্য কড়ামূল্যে ভাড়া দেয়া হতো। এই জায়গাটি দখল নিয়ে সব সময় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রায়ই বন্দুকযুদ্ধ হতো। বর্তমান সরকারের আমলে এই জায়গাটি দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দু'টি ক্যাডার গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে ১০ বার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। মাস ছয়েক আগে এটি ছাত্রলীগ ক্যাডারের একটি গ্রুপের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মিজান নিয়ন্ত্রণ করত। এর পর দখল চলে যায় ছাত্রলীগ এসএম হল শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলিমের নিয়ন্ত্রণে। এখানের টেলিফোনের দোকানটি সেই চালাত বলে জানা যায়। ক্যাম্পাসে ক্যাডারদের রমরমা দিনে এখানে 'এতিম রাশেদ', 'টোকাই মিজান', 'পিচ্চি শামীম'দের মধ্যরাতে আড্ডা জমত।

১৯৮৮ সালের ১৪ মার্চ তৎকালীন উপাচার্য ছাত্রলীগ নেতা ও ডাকসু'র সমাজসেবা সম্পাদক কাওসার মোল্লাকে লিজ দেন। তাকে এক বছরের জন্য লিজ দেয়া হয়। চুক্তিতে প্রতিবছর নবায়ন করার শর্ত রয়েছে এবং তিন মাসের নোটিসে যে কোন সময় তুলে দেয়ার ক্ষমতাও কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। শর্তানুযায়ী প্রতিমাসে কর্তৃপক্ষকে এক শ' টাকা ভাড়া প্রদানের কথা। ১৯৯০ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধের পর কাওসার মোল্লা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করেনি। গত ৯ বছরে এক টাকাও ভাড়া দেয়নি। অথচ প্রায় এক লাখ টাকা জামানতসহ প্রতিমাসে ১৫/১৬ হাজার টাকা এখান থেকে আয় হতো। এসব স্থাপনা আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ছিল। ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে এস্টেট বিভাগ গঠিত হয়। গত ১৩ মার্চ এস্টেট বিভাগ থেকে কাওসার মোল্লাকে ভবনটি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। গতকাল ভবনটি ভাঙ্গার সময় তিনি নিজ এলাকা– গোপালগঞ্জে ছিলেন বলে জানা যায়।

গতকাল সকাল সাড়ে এগারোটায় বুলডোজার দিনে ভাঙ্গার কাজ শুরু হয় এবং পৌনে একটার দিকে পুরোভবন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর রফিক উল্লাহ খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট ম্যানেজার, প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা, ক্যাম্পাসে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাসহ শতাধিক পুলিশ উপস্থিত ছিল। হাজারো উৎসুক জনতা ভিড় করে। ভবনটি ভাঙ্গার পরে পলাশী বাজারে স্বস্তি নেমে আসে। কারণ এখান থেকেই নাকি বাজারের দোকানীদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো, মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করা হতো। অপরাধের আরেক আস্তানা জহুরুল হক হলের পুকুর পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা বস্তিও দু'একদিনের মধ্যে উঠিয়ে দেয়া হবে।

ক্যাম্পাসের আরও দশ পয়েন্টে অবৈধ স্থাপনার দখলদারিত্বের অবসানে দু'একদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা বল প্রয়োগে এই স্থাপনাসমূহ নির্মাণ করে এবং অবৈধ দখলে নেয়। এসব উচ্ছেদের বিষয়ে গতকাল রাতে সিন্ডিকেটের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে ক্যাম্পাসে ক্যাডার রাজনীতি সাময়িক রহিত হলেও একেবারে উচ্ছেদ হয়নি। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দু'টি ক্যাডার গ্রুপের প্রধান শামীম আহমেদ ও আমিনুল ইসলাম রতন, তমিজ উদ্দিন তমি ক্যাম্পাস ছেড়েছে। কিন্তু তাদের দু'গ্রুপের প্রতিনিধি রয়েছে। এরাই ক্যাম্পাসে সকল অঘটনের জন্ম দিচ্ছে। 'শামীম' গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছে ছাত্রলীগ মুহসিন হল শাখা সভাপতি শফিকুল ইসলাম। 'রতন-তমি' গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছে ছাত্রলীগ জহুরুল হক হল শাখা সভাপতি (বহিষ্কৃত) বাবু। গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে দু'টি অপহরণের ঘটনা এই দু'গ্রুপের আশ্রয়ে ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল 'টর্চার রুম' ভেঙ্গে দেয়ার পর উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, যত অবৈধ স্থাপনা আছে সব ভেঙ্গে দেয়া হবে। অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত বহিরাগত কিংবা ছাত্র সবাইকে দমন করা হবে। অতীতের মতো কোন ক্যাডার কিংবা লিডার হল নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। হল কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতেই এ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। তিনি বলেন, আশা করি আমি সফল হব কারণ আমার সহকর্মী, ছাত্র সর্বোপরি সরকার আমাকে সাহায্য করছে। তিনি ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ স্থিতিশীল করতে সকলের আরও বেশি সহযোগিতা কামনা করেন।